

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা নেই বিপাকে আপগ্রেড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শিক্ষার্থী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি >

চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে সাতক্ষীরার আশাতনিত আপগ্রেড বিদ্যালয়ের ৬০ জন শিক্ষার্থী তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্কীকৃত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা না আসায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, সরকার ২০১৩ সালে নতুন শিক্ষানীতির আলোকে দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এক-দুটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আপগ্রেড (অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত) করার উদ্যোগ নেয়। এর আওতায় আশাতনি উপজেলার কলিমাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৩ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান জানান, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ জন ২০১৫ সালে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। দেশের সব মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অথচ আপগ্রেড হওয়া এ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এখনো নিবন্ধন করা যায়নি। চলতি বছরের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত কোনো পত্র ও নির্দেশনাও পাঠানো হয়নি। ফলে ওই শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা উদ্বেগ-উৎকর্ষার মধ্যে থাকার পর সম্প্রতি ফুঁসে উঠতে শুরু করেছেন। তাঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে যারমুখি আচরণও করছেন।

প্রধান শিক্ষক বলেন, বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালুর পর সেখানে অতিরিক্ত কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক দেওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন শিক্ষকও দেওয়া হয়নি। বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ছয়জন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির পরে বোর্ডের মাধ্যমে আইডি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো আইডি দেওয়া হয়নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হলেও তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কোনো উপবৃত্তি দেওয়া হয় না। ফলে অভিভাবকরা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন চৌধুরী জানান, ২০১৪ সালে উপজেলার চান্দাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। তাদেরও একই অবস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা না আসায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।